বিয়ে ও রিযিক

শাইখ তারেক মাসউদ
আবু দারদা ইরাকি

জুবায়ের রশীদ
অনূদিত

আয়াত প্রকাশন

সূচিপত্র

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ২০
বিয়ের প্রকার ২৪
জীবনে বিয়ে করাটা কেন জরুরি ২৭
বিয়ের উপকারিতা ২৯
বিয়ে মানুষের স্বভাবজাত প্রয়োজন ৩০
দরিদ্রতা বিয়ের ক্ষেত্রে কখনোই প্রতিবন্ধক নয় ৩৫
এই জামানায় গরিব কে ৩৭
বিয়ে করতে সক্ষম নয়–এ কথার প্রকৃত মর্ম কী ৩৯
বিয়ের জন্য কাঙ্ক্ষিত পাত্রী না পেলে ডিমান্ড কমিয়ে দেবে ৪১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৩
কুরআন, হাদিস, সাহাবি ও ফকিহদের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৪
যৌবনের শুরুতে বিয়ের চিন্তা জাগ্রত হয় না, যদি হয় ৫৪
জন্মগতভাবে মানুষের স্বভাবে দুটি বিষয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে ৫৬
দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন বিয়ের অন্তরায় নয় ৫৮
বিয়ে কি ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক ৬১
কাসেম নানুতুবি রহ.-এর মেয়ের বিয়ে ৬৩
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কম বয়সে বিয়ে করার ঘটনা ৬৭
যথাসময়ে বিয়ে না করার ক্ষতি ৭৩
লেট ম্যারেজ এখন কালচারে পরিণত হচ্ছে ৭৭
যথাসময়ে বিয়ে না হওয়ার কিছু কারণ ৮২
ছাব্বিশ বছরের এক যুবকের ঘটনা ৮৫
উম্মতে মুহাম্মাদির মেয়েদের প্রতি একটি পয়গাম ৮৮

লাভ ম্যারেজ..... ৯০
মেকি ভালোবাসা পরিবর্তন হয় কিন্তু..... ৯৪
প্রথম পত্র : পঁচিশ বছর বয়সি এক ছাত্রের আর্তনাদ ৯৭
দ্বিতীয় চিঠি : ছাব্বিশ বছরের এক মাজলুম মেয়ের কান্না ১০০
এক স্ত্রীর বেদনামাখা চিঠি..... ১০৩
পুত্রকে লেখা শাইখ আলি তানতাভির পত্র ১০৭
চিল্ড ম্যারেজ..... ১১৭

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

বিয়েতে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি এবং বিয়েতে যে সকল বিষয়ে লক্ষ রাখো উচিত..... ১২১
বিয়ের সম্বন্ধ করার আদব..... ১২৪
বিয়েতে ছেলে ও মেয়ের মাঝে পাঁচটি বিষয়ে সমতা রক্ষা করা..... ১৩০
বাগদানের শরঈ বিধান..... ১৩২
বিয়ের আদব..... ১৩৪
বিয়েতে মেয়ের বাড়িতে খানাপিনার আয়োজন..... ১৩৮
বধূবরণ..... ১৪২
মেয়ের বাড়ি থেকে প্রদত্ত উপঢৌকনের শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৩
যে সকল নারীকে বিয়ে করা হারাম..... ১৪৫

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

ইসলামের দৃষ্টিতে একাধিক বিয়ে ১৪৭
কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি..... ১৫০
সাহাবিদের একাধিক বিয়ে ১৫৩
এক বিয়ের ওপর যারা ক্ষ্যান্ত থাকে, তাদের ব্যাপারে জ্ঞানীদের মন্তব্য ১৫৫
পুরুষের একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন কেন..... ১৫৭
নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি..... ১৫৯
এক ও একাধিক বিয়ের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই..... ১৬২
একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা আবশ্যক..... ১৬৫

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং ১৬৭
ইসলামে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বিধান..... ১৭০
ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কুফল..... ১৭৩
সন্তান পিতা-মাতার জন্য আপদমস্তক রহমত ও বরকতস্বরূপ..... ১৭৫

।। পরিশিষ্ট ।।

স্বামীর গৃহে পদার্পণের সময় নববধূর প্রতি একগুচ্ছ নাসিহাহ..... ১৮৩
শ্বশুরালয়ের ব্যাপারে মেয়েদের নসিহত করা ১৮৫
মেয়েদের সাংসারিক কাজকর্ম শিক্ষা দেওয়া ১৮৬
এক মেয়েকে তার পিতার উপদেশ ১৮৭
মেয়েদের প্রতি একগুচ্ছ নাসিহাহ..... ১৯৭
মেয়েকে দেওয়া এক মায়ের দশটি উপদেশ ২০০
মেয়েকে দেওয়া ড. আলি জারিম-এর উপদেশ..... ২০২
মেয়েকে দেওয়া এক পিতার উপদেশ ২০৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রিয় বৎস! তুমি যখন শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করো তখন বিয়ে তোমার জন্য একটি মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বিয়ে ঈমানের অর্ধেক'।[৫] অন্য হাদিসে বলেছেন, 'বিয়ে আমার সুন্নত'।[৬]

বিয়ের মাধ্যমে মানুষের ঘর আবাদ হয়। বিয়ের অনেক অনেক উদ্দেশ্য আর উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি–

প্রথম উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে

---

[৫] *মুসতাদরাক হাকিম* : ২/১৬১

[৬] *ফাতহুল বারি* : ৯/৭১১

থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।'[৭]

স্ত্রীর মাধ্যমে স্বামীর প্রশান্তি লাভ হয় এবং স্বামীর মাধ্যমে স্ত্রীর প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা, বিয়ের প্রথম মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তি।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : পূত-পবিত্রতা। বিয়ের পর মানুষ পবিত্র জীবনযাপন করে। কেননা, স্ত্রীর মাধ্যমে স্বামী এবং স্বামীর মাধ্যমে স্ত্রী পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে। এজন্য কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরকে তাদের পোশাক বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'[৮]

বিয়ের পর স্বামী ও স্ত্রী পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং পবিত্র জীবনযাপন করা সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে মানুষের বংশীয় ধারা রক্ষিত হয়। *মুজামুত তবারানিতে* আবু হাফসা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সন্তান উৎপাদনের ধারা ছেড়ে দিয়ো না।' আর এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, নিঃসন্তান লোক যখন মারা যায়, তখন তার নাম ও নিশানা মুছে যায়।'

চতুর্থ উদ্দেশ্য : উম্মতে মুসলিমা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। কেননা, ঈমানদার লোকদের ঔরসে যত সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করবে, উম্মতে মুসলিমা ততই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে। হাদিসে রাসুল ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

---

[৭] সুরা রুম : ২১

[৮] সুরা বাকারা : ১৮৭

'এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা, আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব।'[৯]

এজন্যই ইমাম বুখারি রহ. 'জিহাদের জন্য সন্তান জন্মদান' নামে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন–যে ব্যক্তি এই নিয়ত করে–আমার যদি সন্তানাদি হয়, আমি তাদের দ্বীনের মুজাহিদ বানাব, তাহলে মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে লিখেছেন–সেই ব্যক্তির যদি সন্তানাদি নাও হয়, তথাপিও নিয়তের কারণে আল্লাহ তাকে সওয়াব দিয়ে দেবেন।

মুসলিম পিতা-মাতা ঈমানদার উম্মত তৈরির একেকটি ফ্যাক্টরি। আল্লাহ তায়ালা তাদের সন্তান দান করেন আর তারা উম্মতে মুসলিমার সমৃদ্ধি ও শক্তির কারণ হয়।

পঞ্চম উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিল খুশি হয়। এক হাদিসে রাসুল তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা এমন নারী বিয়ে করবে, যে অধিক সন্তান জন্ম দিতে পারে।

ষষ্ঠ উদ্দেশ্য : বিয়ে ঈমান পরিপূর্ণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়েকে ঈমানের অর্ধেক বলেছেন। বিয়ের পূর্বে বান্দা যতই নেককার হোক না কেন, তখন সে অর্ধেক ঈমানের ওপর আমল করতে থাকে। বিয়ের পর ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তখন বান্দার সকল আমলের প্রতিদান আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেন।

সপ্তম উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মান লাভ হয়। বিয়ের পর স্ত্রী তার স্বামীর এবং স্বামী তার স্ত্রীর মর্যাদার কারণ বনে যায়। মিয়া-বিবি একে অপরকে হৃদয়-মন উজার করে ভালোবাসে। সুখময় দাম্পত্য জীবনযাপন করে।

অষ্টম উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে শরিকে হায়াত (জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী) লাভ হয়। বিয়ে মানুষকে জীবনের চলার পথে উত্তম সঙ্গী/সঙ্গিনী উপহার দেয়, যে

---

[৯] সুনানু আবু দাউদ : ২০৫০

জীবনের সকল চড়াই-উতরাইয়ে আন্তরিকভাবে পাশে থাকে। সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার অংশীদার হয়।

নবম উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে সন্তানাদি হয়। প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাবজাত কামনা থাকে যে, তার সন্তান হবে। প্রত্যেক পুরুষ পিতা হওয়ার এবং প্রত্যেক নারী মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত থাকে। নবি-রাসুলদের ন্যায় পূত-পবিত্র ব্যক্তিবর্গও আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন। হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দুআ করে বলেন–

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4)
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

'হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে। হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন।'[১০]

হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দুআ থেকে বোঝা যায়, বার্ধক্যেও মানুষের অন্তরে সন্তান লাভের কামনা রয়ে যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক নারীর মনেও এই কামনা থাকে, আল্লাহ যেন তাকে সন্তানের নেয়ামত দান করেন।

দশম উদ্দেশ্য : বিয়ের মাধ্যমে যে সন্তানাদির জন্ম হয়, তাদের উত্তমভাবে লালন-পালন করে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারলে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তারা সদকায়ে জারিয়া হয়। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

---

[১০] সুরা মারইয়াম : ৪-৫

ফরজ ও ওয়াজিব দুই ক্ষেত্রে বিয়ে করার জন্য শর্ত হচ্ছে, স্ত্রীর মহর ও ভরণ-পোষণের মালিকা হওয়া। যদি মহর ও ভরণ-পোষণের মালিক না হয়, তাহলে বিয়ে না করার কারণে গুনাহ হবে না।

নোট : বিয়ে ও স্ত্রীকে আপন বাহুডোরে একান্তে পাওয়ার জন্য যে মূল্য শরঈভাবে স্বামীর ওপর আবশ্যক হয়, তাকে মহর বলে। মহর আদায় করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। বিয়ের সময় যদি মহর উল্লেখ নাও করে, তথাপিও বিয়ে হয়ে যাবে এবং স্বামীর ওপর মহর ওয়াজিব হবে।

শরঈ মহর : শরঈ মহরের পরিমাণ সর্বনিম্ন দশ দিরহাম, যার ওজন দুই তোলা আট মাসা (৩০০/৩১০ গ্রাম রুপা)। আর সর্বোচ্চ কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নয়।

মহরে ফাতিমি : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা হজরত ফাতেমা রাদি.-এর বিয়ের মহর ৫০০ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন, যা কতক আলিমের মতে ১৩১ তোলা তিন মাশা (এক কিলো ৫২৮ গ্রাম রুপা)। আর কতক আলিমের মতে ১ কিলো ৭৫০ গ্রাম রুপা এবং এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।[১৩] এই মহরকে মহরে ফাতিমি বলা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রী ও অন্যান্য কন্যাদের বিয়ের মহর এ পরিমাণই নির্ধারণ করেছিলেন।

নোট : শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ভরণ-পোষণ তিনটি বিষয়কে বলা হয়–

১. স্বামীর সামর্থ্যের আলোকে স্ত্রীর মুনাসিব অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় খোরাক (যেমন : চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি)।
২. মুনাসিব অনুযায়ী পোশাকাদি।
৩. মুনাসিব অনুযায়ী আবাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ, গৃহের জরুরি আসবাবসহ কমপক্ষে স্ত্রীর জন্য একটি স্যাপারেট রুমের বন্দোবস্ত করা, যেখানে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারও প্রবেশাধিকার থাকবে না।

---

[১৩] *ফাতাওয়া রহিমিয়া*

তিন. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ : সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ, সহবাসের সক্ষমতা এবং মহর ও ভরণ-পোষণের সামর্থ্য রয়েছে) বিয়ে করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। যদি বিয়ে না করে, তাহলে সুন্নত বর্জনের দরুন গুনাহগার হবে।

চার. ইবাদত : ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য এবং বংশ বৃদ্ধির নিয়তে বিয়ে করলে সওয়াব হবে। এটি এমন একটি ইবাদত, যা হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সমস্ত নবি-রাসুল (খলিফা, সাহাবি, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ) এর যুগে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অতঃপর জান্নাতেও এই ইবাদতের ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে।[১৪]

পাঁচ. মাকরুহ : কোনো ব্যক্তি যদি রূঢ় স্বভাবের হয়–যদ্দরুন স্ত্রীর ওপর বাড়াবাড়ি ও জুলুমের আশঙ্কা করে, তাহলে এমতাবস্থায় বিয়ে করা মাকরুহ।

ছয়. হারাম : যদি বদমেজাজি ও রূঢ় স্বভাবের কারণে স্ত্রীর ওপর জুলুম করার ব্যাপারে ইয়াকিন হয়, তাহলে বিয়ে করা হারাম।[১৫]

---

[১৪] *ইমদাদুল ফাতাওয়া* : ২/২৫০

[১৫] *নিকাহ কি শরঈ হায়সিয়্যাত*

শরিয়ত মানুষের স্বভাব-চাহিদার প্রতি লক্ষ করে বিয়েকে শুধু বৈধই সাব্যস্ত করেনি; বরং ক্ষেত্রবিশেষ কখনো কখনো ফরজও করে দিয়েছে। সর্বাবস্থায় বিয়ের সময় দ্বীনদারির প্রতি লক্ষ রাখোা উচিত। কেননা, দ্বীনদারি হচ্ছে বুনিয়াদি ইট। যদি বুনিয়াদ ঠিক হয়, তাহলে ভবন ঠিক হবে। এজন্য একজন দ্বীনদার নারী একটি গৃহকে শোভিত ও পুষ্পিত বাগানে পরিণত করতে পারে। আর একজন বদদ্বীন নারী পুরো গৃহের পরিবেশ নষ্ট করে দিতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন, রাসুল বলেছেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

‘ চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়–তার সম্পদ, তার বংশ-মর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারি। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’[১৬]

পারস্যের বিখ্যাত কবি শেখ সা’দি রহ. বলেন–‘যে নেককার পুরুষের গৃহে বদকার স্ত্রী রয়েছে, দুনিয়া তার জন্য জাহান্নামস্বরূপ।’[১৭]

---

[১৬] *সহিহ বুখারি* : ৫০৯০

[১৭] *গুলিস্তা* : ৯০

বিয়ের উপকারিতা

১. বিয়ে চারিত্রিক নির্মলতা ও পূত-পবিত্রতার বিরাট মাধ্যম।
২. বিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বড়ো প্রভাবক।
৩. বিয়ের মাধ্যমে হালাল পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করা যায়।
৪. বিয়ে নবি-রাসুলগণের সুন্নত।
৫. বিয়ে মানবজাতির বংশধারা এবং সুন্দর সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তি।
৬. বিয়ের মাধ্যমে মানবজাতির বংশধারা সুরক্ষিত থাকে।
৭. বিয়ে উম্মতে মুসলিমার সমৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধির কারণ।
৮. বিয়ে একে অপরের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
৯. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যমতে, বিয়ে ঈমানের অর্ধেক।
১০. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেছেন, 'বিয়ে আমার সুন্নত তথা আদর্শ।'
১১. বিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম।
১২. বিয়ের মাধ্যমে মানুষ পাপাচার থেকে বিরত থাকে।
১৩. বিয়ের মাধ্যমে নফস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মোটকথা, বিয়ে বৈশ্বিক সামাজিকতার অতি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়, যার গুরুত্ব ও ভূমিকা কখনোই অস্বীকার করা যায় না।